63

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

৮০ লক্ষাধিক শিশু কখনই স্কুলের আঙিনায় পদার্পণ করে না

দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস থেকে ॥ দেশে স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৯০ দশকের গোড়া থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বড় আকারের বিনিয়োগ সত্ত্বেও বর্তমানে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। দেশে ৮০ লাখেরও অধিক শিশু কখনই স্কুলের আঙ্গিনায় পদার্পণ করে না। (অবশ্য সরকারী হিসাবে এই শিক্ষা বঞ্চিতের সংখ্যা ৪৭ লাখ) পর্যায়ক্রমে এরাই বয়স্ক নিরক্ষরের বিশাল সংখ্যার সাথে যুক্ত হয়। আশঙ্কা করা হয় এ অবস্থা চলতে থাকলে ২ হাজার সাল নাগাদ নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১১ কোটি।

দেশে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৯৩ সালের শুরু থেকে দেশের সবগুলো প্রাথমিক স্কুল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এসেছে। দু'বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তারপরও ৮০ লাখ শিশুর জন্য স্কুল এক অচেনা গৃহই রয়ে গেছে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ পরিবেশ যথেষ্ট আকর্ষণীয় না হওয়ার কারণে বর্তমানে শতকরা ৭০ ভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েও অতি অল্প সময়ে অধিকাংশ শিশু স্কুল ছেড়ে দেয়।

প্রতি বছর প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে যত ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় পঞ্চম শ্রেণীতে পৌঁছানোর পূর্বেই তাদের তিন ভাগের দু'ভাগ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা অন্তরায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট। বর্তমানে গড়ে ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে ১ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা। শতকরা মাত্র ১০ ভাগ বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩-এর অধিক শ্রেণীকক্ষ। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব শিশুর বয়সের তুলনায় অধিক। গ্রামের অভিভাবকগণ এখনও মেয়ে শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন নয়। এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয় না। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারী প্রাথমিক স্কুলের পরিবেশ শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা হয়নি। এখনও অনেক স্কুল গৃহের অবস্থা নড়বড়ে। তার ওপর ছাত্রছাত্রীদের বসার বেঞ্চও নেই কোন কোন স্কুলে।

সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করলেও সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করা যায়নি এখনও। প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন ও স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীর স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থাও হয়নি। অন্যদিকে গ্রামের গরিব জনগোষ্ঠী শিশুদের লেখাপড়ার সামগ্রী ও পরিমিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে না। এ ব্যাপারে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হলেও তা সবগুলো প্রাথমিক স্কুলে এখনও স্থান পায়নি। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরতদের ব্যয়নির্বাহ করাও গরিবদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে সহযোগিতাদানের বিষয়টি সরকারী সিদ্ধান্তে এখনও আসেনি।

সরকারী প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলেও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গৃহের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল ও ফিডার স্কুল দ্রুত বেশি সংখ্যক নির্মাণ ও শিক্ষা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন হলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে অগ্রগতিতে সহায়ক হবে বলে একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।